যীশুর ত্বকছেদ ও উৎসর্গীকরণ

(Circumsion & Dedication of Jesus)

লূক লিখিত সুসমাচার ২ অধ্যায় ২১-২৪ পদ

আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে পুরাতন চুক্তির *(Old Covenant)* সঙ্গে মাংসে-মূর্তিমান ঈশ্বর পুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের চোখে পড়ে। সমগ্র পুরাতন নিয়মের প্রকাশ হল **খ্রীস্টের আগমনের জন্য** প্রস্তুতি এবং **তাঁতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের জন্য** প্রস্তুতি। আর তাই, যখন খ্রীস্টের জন্মের দ্বারা সেই প্রস্তুতি পূর্ণতা পেয়েছে, তখন কিন্তু পুরাতন চুক্তির বিভিন্ন বিষয় বেপরোয়াভাবে দূর হয়নি। শুরু থেকেই খ্রীস্টের নতুন নিয়মের প্রকাশকে পুরাতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা হয়েছে। আর তাই, আমরা এখানে যীশু খ্রীস্টের জন্মের পর পুরাতন চুক্তি অনুসারে তাঁর ত্বকছেদ ও উৎসর্গীকরণ হতে দেখতে পাচ্ছি। আজ আমরা পুরাতন চুক্তির এই দুটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শিখব, যে দুটি বিষয় শিশু যীশুর প্রতি সাধন করা হয়েছিল।

ক। ত্বকছেদ *(Circumcision)*: লূক ৩:২১ পদে বলা হয়েছে, *"আর যখন (বালকটির/ শিশুটির) ত্বকছেদের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম 'যীশু' রাখা গেল; এই নাম তাঁর গর্ভস্থ হবার পূর্বে দূতের দ্বারা রাখা হয়েছিল।"* অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করার পর (আদি ১৫), ঈশ্বর অব্রাহামকে আদেশ করেন যে, সেই চুক্তির চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক হিসাবে সমস্ত পুরুষ শিশুর ত্বকছেদ হবে, কেবল অব্রাহামের শারিরক সন্তান নয়, কিন্তু তাঁর গৃহে জন্ম-গ্রহণকারী দাস বা ক্রয় করা হয়েছে, এমন দাসের প্রতিও তা করা হবে। সন্তানদের ক্ষেত্রে, তাদের জন্মের পর অষ্টম দিনে তাদের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চর্ম চ্ছেদনের দ্বারা এই কাজ করা হত (আদি ১৭:১১-১২; ২১:৪; লেবীয় ১২:৩)। যে কেউ তা পালন করা থেকে বিরত হত, "**ঈশ্বরের চুক্তি-ভঙ্গকারী**" হিসাবে তাকে তাঁর "**প্রজাদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন করা (কেটে বাদ দেওয়া) হত**" (আদি ১৭)। এই কাজ করার জন্য ধারালো ছুরি ব্যবহার করা হত; অবশ্য আদিম যুগে ধারালো পাথরও ব্যবহার করা হত (যাত্রা ৪:২৫; যিহোশূয় ৫:২)। নিয়ম অনুসারে, পিতার দ্বারাই সেই কাজ করা হত (আদি ১৭:২৩), অবশ্য তা যে কোনও ইস্রায়েলীর দ্বারাই তা করা সম্ভব ছিল, এমনকি প্রয়োজন হলে মহিলারাও তা করতে পারত (যাত্রা ৪:২৫); কিন্তু কখনও তা পরজাতিদের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আবার এই কাজ করার জন্য সমাগত তাম্বুতে বা মন্দিরে যাবারও প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তী সময়ে, ত্বকছেদের সময় শিশুদের নামকরণ করার প্রথাও শুরু হয়।

এখন, যীশু যেহেতু একটি ইহূদী পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন, সেইহেতু তাঁর পিতা-মাতারা তাঁর জন্মের অষ্টম দিনে তাঁর ত্বকছেদের চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক লাভের ব্যবস্থা করল। বেৎলেহেমে যেখানে যীশুর জন্ম হয়েছিল, সেখানেই তাঁর জন্য এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এর জন্য তাঁদের জেরুশালেমে যাবার প্রয়োজন হয়নি। এখন যীশু যেহেতু একজন ইস্রায়েলী ছিলেন, অথবা বলা যেতে পারে, তিনিই প্রকৃত অর্থে এক এবং একমাত্র নিখুঁত ইস্রায়েলী ছিলেন, তাই তাঁর পার্থিব জীবনের শুরু থেকেই তাঁকে সমস্ত দিক থেকে নিখুঁত আকারে (এমনকি বিধানের দৃষ্টিকোন্ থেকেও) তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, তারাই কেবল ইহূদী হিসাবে নিখুঁত প্রমাণ-পত্রের অধিকারী হত, যারা তাদের জন্মের অষ্টম দিনে ত্বকছেদ প্রাপ্ত হত (ফিলি ৩:৫)। ১:৫৯ পদে, যোহন বাপ্তাইজক যেমন আইনের দৃষ্টিতে ইহূদী হিসাবে জন্মের অষ্টম দিনে ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়েছিল, এখানে যীশুরও ত্বকছেদ করা হয়েছে।

রোমীয় ৮:৩ পদে পৌল লিখেছে, *"ঈশ্বর . . . নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠিয়ে দিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন।"* এর অর্থ, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে পাপী মানুষের সাদৃশ্যে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে নিজের সাদৃশ্যে, প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন (আদি ১:২৬-২৭)। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ যখন তার অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার দ্বারা সেই প্রাথমিক

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রতিমূর্তিকে দূষিত/কলুষিত করেছিল, তখন সেই দূষিত প্রতিমূর্তিকে নতুনীকৃত করতে সেই পাপী মানুষের সাদৃশ্যে ঈশ্বরের নিখুঁত প্রতিমূর্তি, তথা যীশু খ্রীস্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন।

আবার ইব্রীয় ২:১৭ পদে বলা হয়েছে, ***"অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁর উচিৎ ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কাজে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন।"*** এর অর্থ, যীশু যাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সমস্ত বিষয়ে তাদের অনুরূপ হওয়া তাঁর প্রয়োজন ছিল। তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়, কিন্তু যাদের তিনি পাপ থেকে উদ্ধার করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাদের প্রয়োজনে তাঁকে সমস্ত বিষয়ে তাদের অনুরূপ হতে হয়েছিল। একজন মানুষকে যদি পিঁপড়ে হতে হয়, তার জন্য তাকে নিজেকে যতখানি নতনম্র করতে হয়, যীশু তার থেকে কয়েক কোটি গুণ নিজেকে নত করেছেন, যখন তিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই, গালাতীয় ৪:৪-৫ পদে পৌল লিখেছে, ***"কাল সম্পূর্ণ হলে, ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন। যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত করেন"*** যিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা, তিনি নিজে সৃষ্টবস্তু মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এলেন; যিনি নিজে ব্যবস্থা প্রদানকারী, তিনি নিজে সেই ব্যবস্থা-পালনকারী হলেন। যে মানুষকে তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষের গর্ভে তিনি জন্ম নিলেন; মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের পথে পরিচালনা দানের জন্য অভিভাবক হিসাবে তিনি যদিও ব্যবস্থা/বিধান দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও (যিশা ৫৩:৯; যোহন ৮:৪৬; ২করি ৫:২১), পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর গর্ভ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থা/বিধানের সমস্ত বাধ্য-বাধকতা তিনি পালন করলেন ও সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করলেন (মথি ৩:১৫)। ব্যবস্থার অধীন আমাদেরকে উদ্ধার করতে তিনি এসেছিলেন, আর তা তিনি সাধন করতে সেই ব্যবস্থাকে লোপ করা নয়, কিন্তু পূর্ণ করেছেন (মথি ৫:১৭)। প্রথম আদম যে ব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, শেষ আদম সেই ব্যবস্থা পালন করতে ও পূর্ণ করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পুরাতন চুক্তিতে শিশুর জন্মের পর, তার যে ত্বকছেদ ও শুচিকরণ করা হত, তা জন্ম থেকেই তাদের পাপ-পরিস্থিতিকে নির্দেশ করত, এবং তার থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তাকেও নির্দেশ করত। এখন নিষ্পাপ, ঈশ্বরের পবিত্র-ব্যক্তি যীশু যখন এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছিলেন, তখন তিনি তা নিজের প্রয়োজনে সাধন করেননি, কিন্তু তা সেই প্রতীক হিসাবে কাজ করেছে যে, তাঁর সন্তানদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে বিধানের নিচে স্থান দিয়েছেন, এবং তাঁর সন্তানদের বাধ্যবাধকতা নিজের উপর নিয়েছেন। তাই, তিনি তাঁর সন্তানদের পাপ ও অপরাধ নিজের উপর নিয়েছিলেন, এবং প্রথমে ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং পরে যোহনের দ্বারা জলে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন। এইভাবে, তিনি তাদের মুক্তির কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

একইসঙ্গে, তাঁর ত্বকছেদের সময় তাঁর নাম ''যীশু'' রাখা হয়েছে। ১:৩১ পদে স্বর্গদূতের মাধ্যমে যে আদেশ মরিয়মকে করা হয়েছিল, এখানে তা পালন করা হয়েছে। এখন, যীশু নামের অর্থ, ''ত্রাণকর্তা ইয়াওয়ে।'' মথি ১:২১ পদে যোষেফকে বলা হয়েছিল, ***"তুমি তাঁর নাম 'যীশু' (ত্রাণকর্তা) রাখবে, কারণ তিনিই আপন প্রজাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।"*** হ্যাঁ, তিনি তাঁর যে সন্তানদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে চলেছেন, তাদের জন্য তিনি নিজে পাপ না জানলেও, নিজেকে তাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন তারা তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হয় (২করি ৫:২১)। আর তাই তিনি আমাদের জন্য ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আবার রোমীয় ৪:১১ পদে অব্রাহামের ত্বকছেদের বিষয় বলা হয়েছে: ***"তিনি ত্বকছেদ-চিহ্ন পেয়েছিলেন, ইহা সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল, যে বিশ্বাস অচ্ছিন্নত্বক থাকিতে তার ছিল . . ."*** অব্রাহামের ন্যায় যীশুর ক্ষেত্রেও এই ত্বকছেদ ছিল বিশ্বাসের ধার্মিকতার চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক। স্বর্গীয় পিতাতে পূর্ণ আস্থা এবং সেই আস্থানুসারে বাধ্যতা ছিল পরিত্রাতা হিসাবে তাঁর জন্য বিজয়ের পথ, এবং পিতা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাদেরকে তাঁকে দিয়েছেন, তাদেরও জন্য বিজয়ের পথ। আর তাই, পিতা তাঁকে যে কাজ দিয়েছেন, তা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে (যোহন ১৭:৪)। এখানে, তাঁর ত্বকছেদে সেই বাধ্যতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। শিশু যীশু তাঁর ত্বকছেদে যে নিস্ক্রীয় বাধ্যতা *(passice obedience)* প্রকাশ করলেন, তিনি তাঁর বাপ্তিস্মে তা সক্রিয় বাধ্যতায় *(active obedience)* রূপান্তরিত করেছিলেন।

খ। উৎসর্গীকরণ ও শুচিকরণ *(Dedication & Purification)*: ২২ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে তাদের শুচি হবার কাল সম্পূর্ণ হল, তখন তারা তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গেল, যে তাঁকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করে।"*** লেবীয় ১৭ অধ্যায়ে প্রসূতির শুচি হবার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পুরুষ সন্তান জন্ম দেবার পর প্রসূতিদেরকে ৪০ দিন (৭+৩৩) ধর্মীয় আচারের দৃষ্টিকোন থেকে অশুচি থাকার কথা বলা হয়েছে। এখন, মায়ের এই অশুচিতা যেহেতু তাঁর সন্তানের জন্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেইহেতু, এই অশুচিতার সঙ্গে সেই সন্তানও যুক্ত ছিল। এই কারণে এখানে ***"তাদের"*** শুচি হবার কথা বলা হয়েছে। এই কথার মধ্যেও আমরা খ্রীস্টের অবনমন *(humiliation)* দেখতে পাই। তাঁর সন্তানদের পাপ থেকে মুক্তির কারণে, তিনি নিজের উপর তাদের অশুচিতা গ্রহণ করেছেন। মোশির ব্যবস্থানুসারে, পুরুষ সন্তানের জন্মের ৪০ দিনে পরে জেরুশালেম মন্দিরে প্রসূতিদের শুচিকরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হত। এই অনুষ্ঠান পালন করার পূর্বে প্রসূতিরা কোনও পবিত্র বস্তু স্পর্শ করতে পারত না, কিংবা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না।

তাই, যীশুর জন্মের ৪০ দিন পরে, যোষেফ ও মরিয়ম বেৎলেহেম থেকে জেরুশালেম মন্দিরে উপস্থিত হল। লেবীয় ১২ অধ্যায়ের নিয়ম অনুসারে প্রসূতির শুচিকরণের জন্য তাদের বলি উৎসর্গ করতে হত। বলা হয়েছে, ***". . . শৌচার্থক দিন উপস্থিত হলে, সে হোমবলির জন্য এক-বৎসরের একটি মেষশাবক, এবং পাপার্থক বলির জন্য একটি কপোতশাবক কিংবা একটি ঘুঘু সমাগম তাম্বুর দ্বারে যাজকের কাছে আনবে"*** (লেবীয় ১২:৬)। হ্যাঁ, শুচিকরণের জন্য একটি মেষশাবকের হোমবলি ও একটি কপোতশাবকের পাপার্থক বলির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই প্রসূতি যদি দরিদ্র পরিবারের হত, তাহলে, তার জন্য কিছু ছাড় ছিল, ***"যদি সে মেষশাবক আনতে অক্ষম হয়, তবে দুটি ঘুঘু কিংবা দুটি কপোতশাবক নিয়ে তাদের একটি নিয়ে হোমার্থে, এবং অন্যটি পাপার্থে দেবে"*** (লেবীয় ১২:৮)। অর্থাৎ, মেষশাবক দিতে না পারলে, তার বদলে আরও একটি ঘুঘু বা কপোতশাবক বলি দেবার সুযোগ ছিল। যোষেফ ও মরিয়মের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ না থাকার কারণে তারা দুটি পাখীই বলি দিয়েছিল, ২৪ পদে বলা হয়েছে, ***"আর যেন বলি উৎসর্গ করেন, যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় উক্ত আছে, এক জোড়া ঘুঘু কিংবা দুই কপোতশাবক।"***

ধরে নেওয়া যায়, নিয়ম অনুসারে মরিয়ম প্রথমে সেই দুটি কপোতশাবকের উপরে নিজের হাত রেখেছিল; আর তখন একজন যাজক এসে সেই দুই পাখীকে বেদির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে নিয়ে গেছিল, এবং সেখানে পাপার্থক বলি হিসাবে একটি পাখির ঘাড় ভেঙ্গেছিল, ও অন্য পাখিটিকে হোমবলি হিসাবে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়েছিল। এই সমস্ত বলি ছিল সেই সত্যের প্রতীক যে, বলিদানকারী নিজে মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু সেই বলির পশু বা পাখির উপর তার মৃত্যুযোগ্য অপরাধ ও মৃত্যুদণ্ড চাপানো হয়েছে। আর বলিদানকারীর পরিবর্তে সেই বলির পশু বা পাখির মৃত্যু গ্রহণ করার কারণে, বলিদানকারী তার পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছে। এই সময় যাজক এসে সেই মৃত পশু বা পাখির রক্ত সেই প্রসূতির গায়ে ছিটিয়ি দিত; আর তার দ্বারা সেই স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত লাভ করত, বা শুচি হত।

এখন যোষেফ ও মরিয়ম তাদের সঙ্গে কেবল বলির পাখি নয়, যীশুকেও নিয়ে জেরুশালেম মন্দিরে উপস্থিত হয়েছে এবং ২২ পদের শেষে বলা হয়েছে, ***"যেন তাঁকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করে।"*** [ধরে নেওয়া যায় যে, যীশুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতা-মাতার এই জেরুশালেম যাত্রা ছিল পূর্বদেশের পণ্ডিতদের আগমনের পূর্বের ঘটনা। আসলে, যীশুর জন্মের পর প্রায় ১ বৎসর যাবৎ তারা বেৎলেহেমের বাস

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছিল (গোশালায় নয়, কিন্তু একটি গৃহে, মথি ২:১১)। আর যীশুর যখন বয়স ১-২ বৎসরের মধ্যে, তখন পণ্ডিতদের আগমন ঘটেছিল, যার ফলস্বরূপ তারা মিসরে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিল এবং শেষে নাসরতে ফিরে গেছিল। এইভাবে চিন্তা করলে ৩৯ পদের কথাকে কালানুক্রমে *(chronological)* দেখলে ভুল হবে*]*। ২৩ পদে আরও বলা হয়েছে, ***"যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় লেখা আছে, 'গর্ভ উন্মোচক প্রত্যেক পুরুষ সন্তান (প্রথম সন্তান) প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলে আখ্যাত হবে।'"*** লূক এই কথা যাত্রা ১৩:২ থেকে উদ্ধৃত করেছে। যীশু মরিয়মের গর্ভের **প্রথম ফল** ছিলেন, আবার তিনি লেবীয় গোষ্ঠীর নয়, কিন্তু যিহুদা গোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন; সেইহেতু মন্দিরের আনুষ্ঠানিক সেবাকাজ থেকে ছাড় পাবার জন্য পাঁচ শেকল রৌপ্যমুদ্রা মুক্তির মূল্য হিসাবে তাঁকে দিতে হত (যাত্রা ১৩:১-২, ১১:৫; গণনা ৩:১১-১৩, ৪৪-৪৫, ৪৭-৫১)। এই মুক্তিমূল্য দানের মধ্যে যে ধারণা কাজ করেছে, তা হল, মিসরের বন্দিত্ব থেকে যে রাতে ইস্রায়েলীরা মুক্ত হয়েছিল, সেই রাতে মিসরীয়দের সমস্ত প্রথম সন্তান মারা পড়েছিল (যাত্রা ১২:২৯)। অবশ্য, ঈশ্বরের পবিত্র দৃষ্টিতে, কেবল মিস্রীয়রা নয়, কিন্তু ইস্রায়েলীদের প্রথম সন্তানরাও তাদের প্রাণ হারিয়েছে। এখন, ইস্রায়েলী প্রথম সন্তানদের মৃত্যুর পরিবর্তে, ঈশ্বর তাঁর আবাসতাম্বুতে (এবং পরবর্তীকালে মন্দিরে) লেবীয়দের সারাজীবনের সেবা গ্রহণ করতে চাইলেন; আর অন্য গোষ্ঠীর প্রথম সন্তানদের তিনি তা থেকে মুক্ত করলেন, যার জন্য তাদেরকে উৎসর্গীকরণের প্রতীক হিসাবে, বা একটি সাক্ষ্য হিসাবে পাঁচ শেকল রৌপ্যমুদ্রা মুক্তির মূল্য দিতে হত।

এখন, যীশু যেহেতু "ব্যবস্থার অধীনে" জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেইহেতু তিনিও মৃত্যুদণ্ডের অধীন ছিলেন। ব্যবস্থার শাস্তি গ্রহণ করতে এবং ব্যবস্থার প্রতি নিখুঁত বাধ্যতার দাবি পূর্ণ করতে যীশু স্বেচ্ছায় এই কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর নিজের যদিও কোনও পাপ বা অপরাধ ছিল না, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় জগতের পাপভার নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন (যিশা ৫৩:৪-৬; যোহন ১:২৯)। তাঁর জন্মের ৪০ দিন পরে যে পাঁচ শেকল তাঁর মুক্তিমূল্য হিসাবে দান করা হয়েছিল, তা আগামী দিনে তাঁর দ্বারা যে বিশাল পরিমাণ মুল্য দানের কাজ সাধিত হতে চলেছে, তাকেই নির্দেশ করে। আগামী দিনের সেই কাজকে যীশু এইভাবে বর্ণনা করেছেন: ***"বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে এবং অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে (মুক্তিপণ)*** *(a ransom)* ***দিতে এসেছেন"*** (মার্ক ১০:৪৫)। যিনি প্রকৃত মুক্তিদাতা, সেদিন তিনি নিজেই মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তা তাঁর নিজের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জন্যই করেছেন। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, সেই সময় ইহূদীরা যদিও তাদের প্রথম-সন্তানকে এইভাবে প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করতে তেমন আগ্রহী ছিল না, কিন্তু যীশুর ক্ষেত্রে তা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পালন করা হয়েছিল। তাঁর জীবনের একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তিনি নিখুঁতভাবে পিতা ঈশ্বরের **সেবা** করেছেন, এবং স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ একনিষ্ঠতায় পিতা ঈশ্বরের **গৌরব** করেছেন। আর এইভাবে যোষেফ ও মরিয়ম তাদের সন্তানকে সর্বসমক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন, যেমন একদিন শমূয়েলকে উৎসর্গ করা হয়েছিল (১শমূয়েল ১:১১, ২৮)।

আজ যখন আমরা আমাদের প্রভুর দ্বারা এই নত-নম্রতা বা অবনমন দেখছি, যা তিনি কেবল আমাদের ভালোবেসে, আমাদের জন্য সাধন করেছিলেন, তখন সেই উপলব্ধি থেকে আমরা কি প্রভুর সম্মুখে নত-নম্র হতে শিখছি? অন্যদিকে তাঁর পিতা-মাতারা যেমন ঈশ্বরের বাক্য পালন করে সন্তানকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিল, আমরা কি সেইভাবে আমাদের সন্তানদের লালন-পালন করছি, বা উৎসর্গ করছি? আসুন, আমরা আমাদের জীবনে বা মরনে আমাদের প্রভুর অনুসরণ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com